সংকলকের কথা

نحمده ونصلى على عبده المجتبى المصطفى.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যাঁর অশেষ রহমতে এ মূল্যবান সংকলনটি জনগণের কাছে পৌছানো সম্ভব হয়েছে। এরপর দরূদ (প্রশান্তি) সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর। যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীন ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন, যার শুরু হয়েছিল হযরত আদমের (আ.) দ্বারা। আরও দরূদ তাঁর (নবীর) পরিবারবর্গ, সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, শহীদ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা হিদায়াতে শামিল হবেন তাঁদের প্রতি।

মহান আল্লাহ দু'জাতিকে (মানুষ ও জিন) শুধুই তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যারিয়াত-৫৬) অনেক মানুষ এখনও ইবাদত বলতে কিছু আনুষ্ঠানিক উপাসনাকে বুঝে। অথচ বিষয়টি এমন নয়, ব্যাপক অর্থবোধক। ইবাদত 'আবদ' থেকে এসেছে। অর্থ- দাস হওয়া, গোলাম হওয়া, পরাধীন হওয়া। জীবনের সর্বাবস্থায় (প্রতিনিয়ত ঘুম থেকে উঠে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত) নিজেকে আল্লাহর দাসরূপে (কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য ত্যাগ করে) পরিচয় দেয়াই ইবাদত।

অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত এবং একমাত্র উৎস হলো ওহী। ওহী দু'ধরনের হয়– (১) ওহী মাতলু (পবিত্র কুরআন) ও (২) ওহী গাইরে মাতলু (পবিত্র হাদীস)। পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই। তবে হাদীসের সত্যতা ও মানার ব্যাপারে অনেকে প্রশ্ন তোলে। অনেকে বলে হাদীস মানবো না, শুধুই কুরআন মানবো। এটি সঠিক নয়। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

"আর তিনি মনগড়া কথাও বলেন না, এ কুরআন ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" (সূরা নাজম : ৩-৪)

রাসূলে মাকবুল (সা) বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরবে

সূচীপত্র

১. ঈমান ॥ ৯
২. নামায ॥ ১৫
৩. রোযা ॥ ২২
৪. যাকাত ॥ ২৮
৫. হজ্জ ॥ ৩৪
৬. তাওহীদ ॥ ৩৮
৭. ফেরেশতা ॥ ৪৫
৮. তাকদীর ॥ ৪৮
৯. শির্‌ক ॥ ৫৬
১০. কুফর ॥ ৬৩
১১. নেফাক ॥ ৬৫
১২. রিসালাত ॥ ৬৭
১৩. দরূদ ॥ ৭৩
১৪. মৃত্যু ॥ ৭৪
১৫. আখেরাত ॥ ৭৬
১৬. খেলাফত ॥ ৮৭
১৭. আল্লাহর পথে জিহাদ ॥ ৯১
১৮. আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় ॥ ১০১
১৯. ইসলামী রাজনীতি ॥ ১০৯
২০. নির্বাচন প্রথা ॥ ১১৩
২১. মুমিন জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ॥ ১১৬

২২. মুমিনের গুণাবলী ॥ ১১৯
২৩. দাওয়াত ॥ ১২৬
২৪. সংগঠন ॥ ১৩৩
২৫. সংগঠন না করার পরিণাম ॥ ১৪০
২৬. প্রশিক্ষণ ॥ ১৪৩
২৭. শাহাদাতের মর্যাদা ॥ ১৫০
২৮. বাইয়াত ॥ ১৫৮
২৯. আনুগত্য ॥ ১৬০
৩০. ত্যাগ-কুরবানী পরীক্ষা ॥ ১৬৩
৩১. বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত ॥ ১৬৯
৩২. নিয়ত ॥ ১৭১
৩৩. পবিত্রতা ॥ ১৭৬
৩৪. মিসওয়াক ॥ ১৮০
৩৫. ওযু ॥ ১৮২
৩৬. তায়াম্মুম ॥ ১৮৫
৩৭. গোসল ॥ ১৮৭
৩৮. নামাযের সময়সূচি ॥ ১৯২
৩৯. তাহাজ্জুদ নামায ॥ ১৯২
৪০. পর্দা ॥ ১৯৪
৪১. নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা ॥ ২০২
৪২. যিনা-ব্যভিচার ॥ ২০৩
৪৩. সমকামিতা ॥ ২০৫
৪৪. বিবাহ ॥ ২০৭
৪৫. মোহর ॥ ২১১
৪৬. জন্ম নিয়ন্ত্রণ ॥ ২১২
৪৭. যাদেরকে বিবাহ করা হারাম ॥ ২১৪
৪৮. ইলম-জ্ঞান অর্জন ॥ ২১৫
৪৯. তাকওয়া ॥ ২১৯

ঈমান

ঈমান সম্পর্কে আয়াত

١ـ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

১। অর্থ ঃ সেইসব মুত্তাকীর জন্য (আল-কুরআন) হেদায়াত (পথনির্দেশ), যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। আর (হে নবী) আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও আপনার পূর্বে (নবীদের প্রতি) যা নাযিল হয়েছিল তাতেও ঈমান আনে ও পরকালে যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরা বাকারা : ২-৪)

٢ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

২। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা বাকারা : ২০৮)

٣ـ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে রবের পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার এবং তাদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। (সূরা বাকারা : ৬২)

٤ـ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَاانْفِصَامَ لَهَا.

৪। অর্থ ঃ অতঃপর যে তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন এক মজবুত রজ্জু ধারণ করে যা কখনো ছিঁড়বার নয়। (সূরা বাকারা : ২৫৬)

٥. فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

৫। অর্থ ঃ অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৯)

٦. كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ.

৬। অর্থ ঃ এরা সকলেই আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলদের প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করে। (সূরা বাকারা : ২৮৫)

٧. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ.

৭। অর্থ ঃ মুমিন মূলত তারাই আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যাদের দৃঢ় ঈমান রয়েছে। (সূরা নূর : ৬২)

٨. فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا.

৮। অর্থ ঃ অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূরের প্রতি। (সূরা তাগাবুন : ৮)

٩. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ.

৯। অর্থ ঃ যারা আখিরাতে অবিশ্বাসী তাদের আমলসমূহ আমি খুবই চিত্তাকর্ষক করে দেই। অতএব তারা পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (সূরা নামল : ৪)

١٠. قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ.

১০। অর্থ ঃ (হে নবী) আপনি বলুন ঃ আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, আর যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তাতে এবং যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূবের প্রতি এবং তাদের পূর্বাপর নবীগণের প্রতি। (সূরা আলে ইমরান : ৮৪)

١١. اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيَآءُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى

الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

১১। অর্থ ঃ যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করে, তাগুত (শয়তান) তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে আনে। এরাই হলো, জাহান্নামী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা : ২৫৭)

١٢۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا.

১২। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (সূরা নিসা : ১৪৪)

١٣۔ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ج وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ط كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

১৩। অর্থ ঃ আল্লাহ কাকেও সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্যে তৈরি করে দেন এবং কাকেও বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় অধিক সংকীর্ণ করে দেন। তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে এরূপে লাঞ্ছিত করেন। (সূরা আন'আম : ১২৫)

١٤۔ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ط وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

১৪। অর্থ ঃ তিনিই মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যাতে তাদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ফাতাহ : ৪)